গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩১ মার্চ ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১৭তম সভা ৩১ মার্চ, ২০১৩ তারিখ দুপুর ১.০০ টায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব আবদুস সোবহান সিকদার এর সভাপতিত্বে তাঁর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য/কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক' তে দেখানো হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য-সচিব জনাব মোঃ আলী মোস্তাফা চৌধুরী - কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

০১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২২-১১-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২২-১১-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬তম সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। কার্যবিবরণী সম্পর্কে সম্মানিত সদস্যদের নিকট হতে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব/মন্তব্য না পাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

০২। বিগত ২২-১১-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ১৬তম সভার সিদ্ধান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা।

২.১ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা ভবন নির্মাণ প্রসঙ্গে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত পুনর্গঠিত ডিপিপি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ২৬-০৮-২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক উক্ত ডিপিপি পরীক্ষা করে স্মারক নং ২০.১৫০.১৫৩.০০.০০.৩১১.২০১২-১৯ তারিখঃ ১৬-০৯-২০১২ এর মাধ্যমে ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ সংশোধনপূর্বক ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সে অনুযায়ী ডিপিপি গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সংশোধনপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ০৫.২০৮.০১৪.০০.০০.০০২. ২০১২-১২ তারিখ ঃ ২৩-০১-২০১৩ এর মাধ্যমে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় ভবন নির্মাণের কাজে বেশ অগ্রগতি হয়েছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করে বোর্ডের মহাপরিচালককে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের মহাপরিচালক পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.২ বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ।

১৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চট্টগ্রাম ও খুলনার সরকারি কমিউনিটি সেন্টারের ন্যূনতম সংস্কার কাজের জন্য সংশোধিত বাজেটে অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হলে কোন বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। সেন্টার দু'টির অবস্থান, সময়ের চাহিদা ও বিভিন্ন দিক পর্যালোচনায় ও পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যে সব সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে তার কাছাকাছি সুযোগ-সুবিধা সরকারি কমিউনিটি

সেন্টার হতে প্রদান করতে না পারলে ন্যূনতম সংস্কার কাজ করেও সেন্টার দু'টি হতে তেমন আয় পাওয়া যাবেনা বলে সভায় জানানো হয়।

সভাপতি মহোদয় খুলনার কমিউনিটি সেন্টারের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাস্তবতার নিরিখে স্বল্প ব্যয়ে কি ধরণের সংস্কার/মেরামত কাজ করা হলে কমিউনিটি সেন্টারটিকে ব্যবহারোপযোগী এবং আয়বর্ধক করা যায় সে বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে উহার ভিত্তিতে সেন্টারের সংস্কার ও মেরামত কাজ করা যেতে পারে। এছাড়া সভাপতি মহোদয় পরবর্তীতে যখন চট্টগ্রাম সফর করবেন তখন চট্টগ্রামের কমিউনিটি সেন্টারটি সরেজমিনে পরিদর্শণ করে উক্ত সেন্টারটি আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে মতামত প্রদান করবেন বলে সভায় জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) বাস্তবতার নিরিখে স্বল্প ব্যয়ে কি ধরণের সংস্কার/মেরামত কাজ করা হলে কমিউনিটি সেন্টারটিকে ব্যবহারোপযোগী এবং আয়বর্ধক করা যায় সে বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে উহার ভিত্তিতে সেন্টারের সংস্কার ও মেরামত কাজ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(২) চট্টগ্রামের কমিউনিটি সেন্টারটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় সরেজমিনে পরিদর্শণ করে উক্ত সেন্টারটিকে আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে মতামত প্রদান করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ (১) উপ-সচিব(সওক), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
(২) উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(৩) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম/খুলনা।

২.৩ সোনালী ব্যাংকের পাওনা টাঃ ৫৫(পঞ্চান্ন) কোটি পরিশোধ এবং এফডিআর এর মুনাফার হার নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

১৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোনালী ব্যাংকের দাবীকৃত বকেয়া টাকা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (প্রশাসন) বিভাগ, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, সোনালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় ও রমনা শাখা এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সমন্বয়ে হিসাব-নিকাশ চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে একটি সমন্বয় সভা আহবানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবরে ১৪-০২-২০১৩ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে বলে সভায় অবহিত করা হয়। এ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুরাহা করা সম্ভব হবে বলে সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখার ডিজিএম মতামত ব্যক্ত করেন। সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বোর্ডের সাথে সোনালী ব্যাংকের হিসাব চূড়ান্তকরণের জন্য সভায় সকলে একমত পোষণ করেন।।

সিদ্ধান্ত ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (প্রশাসন) বিভাগ, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, সোনালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় ও রমনা শাখা এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সমন্বয়ে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিসাব- নিকাশ চূড়ান্ত করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (প্রশাসন) বিভাগ, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড।

২.৪ ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী আধুনিক হাসপাতালটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর, জনবল নিয়োগ ও বাজেট স্থানান্তর সংক্রান্ত।

সরকারের সিদ্ধান্তানুযায়ী হাসপাতালটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর, জনবল নিয়োগ, পদ সৃজন, বাজেট, নীতিমালা প্রণয়ন এবং হাসপাতালটি উদ্বোধন বিষয়ে ০৩-০৩-২০১৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জানানো হয় যে, ৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ১০১টি পদ সৃষ্টি করা হয়। উক্ত ১০১টি পদের মধ্যে ৩য় শ্রেণীর পদে ১৬ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীর পদে ৩১জন সহ মোট ৪৭জন কর্মচারীকে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ দেয়া হলেও তাদের চাকুরী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং বদলিযোগ্য। অবশিষ্ট ৫৪টি পদে চিকিৎসক ও নার্স স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/সেবা পরিদপ্তর কর্তৃক বদলির মাধ্যমে কর্মরত আছেন। সমঝোতা

স্মারকের ৫(১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক বর্তমানে সরকারী কর্মচারী হাসপাতালে নিয়মিত ও প্রেষণে কর্মরত সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেষণে নিয়োজিত থাকবেন এবং তারা সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসেবে গন্য হবেন। এছাড়াও ৫(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী ৫ বছরের মধ্যে এ হাসপাতালে আত্মীকরণ হতে পারবেন। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে সভায় অবহিত করা হয়।

(১) হাসপাতালটি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় নয় বরং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

(২) হাসপাতালটি পরিচালনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়কে সভাপতি করে সেবা ও ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে আগের গঠিত পরিচালনা বোর্ড প্রয়োজনীয় সংশোধন হতে পারে।

(৩) হাসপাতালটি ৫০ শয্যা হতে ১৫০ শয্যায় উন্নীতকরণের একটি সরকারি আদেশ জারি ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) হাসপাতালটি ৩১ মার্চ, ২০১৩ তারিখের মধ্যে যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরের বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে আনুষ্ঠানিক পত্র দ্বারা অবহিত করবেন।

(৫) হাসপাতালটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনবল নিয়োগের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৬) ২০০০ সালে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকালীন সময়ে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর নামে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল বিধায় বর্তমানে সমঝোতা স্মারকের কিছু কিছু অনুচ্ছেদ সংশোধন করার প্রয়োজন হবে।

(৭) পদগুলি সরকারিভাবে সৃষ্টি হবে বিধায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রয়াত্ত্ব প্রতিষ্ঠান শাখা-২ হতে না হয়ে তা বাস্তবায়ন শাখা থেকে হবে।

(৮) হাসপাতালটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরের পর বাজেট বরাদ্দের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরবর্তী ব্যবস্থা গৃহিত হবে।

(৯) পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করে ৩১ মার্চ, ২০১৩ তারিখের মধ্যে হাসপাতাল পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি মহোদয় বরাবরে পেশ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১০) আগামী ৩০ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তাঁর সুবিধাজনক সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে হাসপাতালটি উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন মর্মে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ আন্ত মন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ (১) প্রকল্প পরিচালক, ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প।
(২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ।
(৩) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.৫ মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের হল রুমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন এবং সংস্কার কাজ প্রসংগে।

১৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারের আয় বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণের জন্য প্রাক্কলিত টাঃ ৪৬,৬০,৯৫৪/- এর ২৫% বোর্ডের নিজস্ব আয় থেকে এবং অবশিষ্ট টাকা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ চাওয়া হলে কোন বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৩/০৭০৫/৩৫৪৫/৫৯২৫ এ কল্যাণ অনুদান খাতে বরাদ্দকৃত টাঃ ১.৮০ কোটি হতে ২৫% এর পরিবর্তে ৫০% ব্যয় মেটানো সম্ভব হবে বলে সভায় জানানো হয়।

সভায় আরো জানানো হয় যে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এমটিবিএফ এ উক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত টাঃ ২০.০০ লাখ বৃদ্ধি করে টাঃ ২.০০ কোটি এর ব্যয় প্রাক্কলন ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়, যা সিনিয়র সচিব মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় মতামত ব্যক্ত করেন যে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন ও সংস্কার কাজের জন্য

CamScanner

গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাক্কলিত টাঃ ৪৬,৬০,৯৫৪/- ব্যয় না করে নিজস্ব তহবিল থেকে টাঃ ২২.০০ লাখ এর মধ্যে প্রাক্কলন তৈরি করে সম্পাদন করতে হবে। এতে সভায় সকলেই একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন ও সংস্কার কাজের জন্য প্রাক্কলিত টাঃ ৪৬,৬০,৯৫৪/- ব্যয় না করে নিজস্ব তহবিল থেকে টাঃ ২২.০০ লাখ এর মধ্যে প্রাক্কলন তৈরি করে কার্য সম্পাদন করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.৬ চট্রগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের আগ্রাবাদস্থ সরকারী স্টাফবাসের গ্যারেজ মেরামতের প্রাক্কলন প্রশাসনিক অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দ প্রসংগে।

১৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভাগীয় কার্যালয়, চট্রগ্রামে স্টাফবাসের জন্য নির্মিত আধা-পাকা টিন সেড গ্যারেজ মেরামতের নিমিত্ত গণপূর্ত অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত টাঃ ৩,৫১,৫৫৮/- (তিন লাখ একান্ন হাজার পাঁচশত আটান্ন) এর জন্য প্রাক্কলন মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হলেও সংশ্লিষ্ট অর্থের চাহিদা চেয়ে কোন পত্র পাওয়া যায়নি বলে সভায় জানানো হয়। কাজটি দ্রুত সম্পাদনের নিমিত্ত প্রাক্কলিত টাকা ছাড়করণের জন্য সভাপতি মহোদয় অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ গ্যারেজ মেরামতের কাজ দ্রুত সম্পাদনের জন্য প্রাক্কলিত টাকা ছাড় করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

<u>১৭ তম সভার আলোচ্য বিষয় ও গৃহিত সিদ্ধান্তসমুহ।</u>

০১। কল্যাণ তহবিল হতে মৃত/অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তানের জন্য শিক্ষা-বৃত্তির হার পুনঃ নির্ধারণ।

কল্যাণ তহবিল হতে সরকারি ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভূক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার মৃত/অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সর্বোচ্চ দু'সন্তানের জন্য শিক্ষা-বৃত্তির হার সাবেক বোর্ড অব ট্রাষ্টিজের ১২-০১-১৯৮৯ তারিখে অনুষ্ঠিত উপ-কমিটির ৩৮তম সভায় নির্ধারিত হয়। এ প্রেক্ষিতে সরকারি ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভূক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত, অক্ষম ও মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বোর্ডের কর্মচারীর সন্তানদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের শিক্ষা-বৃত্তি সংক্রান্ত উপ-কমিটির ১২-০৯-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পূর্বের নির্ধারিত হার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় বর্তমান অবস্থার পটভূমিতে শিক্ষা-বৃত্তির হার খুবই নগন্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া এ শিক্ষা-বৃত্তি যাদের সন্তানদের দেয়া হয় তারা মৃত/অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তান। এ ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ও তারা যাতে শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে জন্য উপ-কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষাবৃত্তির হার বৃদ্ধির জন্য ১৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তসহ শিক্ষাবৃত্তির হার পূর্বের তুলনায় দ্বিগুন হারে বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হলে সভায় নিম্নরূপ হারে শিক্ষাবৃত্তির হার নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১) ৯ম ও ১০ম শ্রেণী বা সমমানের শ্রেণীর জন্য প্রতি মাসে টাঃ ৭৫/- এর স্থলে টাঃ ১৫০/-।
(২) একাদশ ও দ্বাদশ বা সমমানের শ্রেণীর জন্য প্রতি মাসে টাঃ ১০০/- এর স্থলে টাঃ ২০০/-।
(৩) স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী/কোর্সের জন্য প্রতি মাসে টাঃ ১২৫/- এর স্থলে ২৫০/-।
(৪) স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রী/কোর্স এবং বিএসসি ইঞ্জিঃ ও এমবিবিএস কোর্সের জন্য প্রতি মাসে টাঃ১৫০/- এর স্থলে টাঃ ৩০০/-।

সিদ্ধান্ত ঃ বর্তমানে শিক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে নিরুপিত হওয়ায় শিক্ষাবৃত্তির উপরোক্ত হার বাস্তবায়নে ন্যূনতম কোন গ্রেড বিবেচিত হবে তা পরবর্তী বোর্ড সভায় বিস্তারিতভাবে পেশ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

CamScanner

০২। **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ষ্টাফবাস কর্মসূচিতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর নির্ধারিত বেতনে সৃষ্ট গাড়ীচালকের ৫(পাঁচ) টি ও বাস হেলপারের ৪(চার) টি সহ মোট ০৯(নয়) টি পদ জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রসংগে।**

সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ কমিটির গত ২৮/০১/২০০১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৩তম সভায় স্টাফবাস কর্মসূচীর জন্য গাড়ীচালকের-০৫ টি ও বাস হেলপারের-০৪ টিসহ মোট ০৯ টি পদ নির্ধারিত বেতনে সৃষ্টি করা হয়। স্টাফবাস কর্মসূচিতে গাড়ীচালকের ও বাস হেলপারের পদসহ অন্যান্য সকল পদ জাতীয় বেতন স্কেলে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি ৩০/৪০ লাখ টাকার মূল্যবান একটি গাড়ী একজন নির্ধারিত বেতনে নিয়োজিত গাড়ীচালক দ্বারা চালানো নিরাপদ নয় বিধায় নির্ধারিত বেতনে সৃষ্ট গাড়ীচালক ও বাস হেলপারের উল্লেখিত ০৯ টি পদে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি বলে সভায় অবহিত করা হয়।

উল্লেখ্য যে, গত ০৭/১২/২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৯ম সভায় নির্ধারিত বেতনে সৃষ্ট গাড়ীচালকের ০৫ টি ও বাস হেলপারের ০৪ টি সহ মোট ০৯ টি পদকে নির্ধারিত বেতন থেকে জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভূক্ত করে নিয়োগ প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় অর্থ বিভাগের উপ-সচিব বিষয়টিতে আর্থিক সংশ্লেষ থাকায় একটি কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন)-কে সভাপতি করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

উক্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক স্টাফবাস কর্মসূচীতে নির্ধারিত বেতনে সৃষ্ট গাড়ীচালকের ০৫ টি ও বাস হেলপারের ০৪ টি সহ মোট ০৯ টি পদকে নির্ধারিত বেতন থেকে জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী গাড়ীচালক পদ টাঃ৪,৯০০/- - ১০,৪৫০/- এবং বাস হেলপার পদ টাঃ ৪,১০০-৭,৭৪০/- বেতনস্কেলে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বোর্ড সভায় প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, নির্ধারিত বেতনস্কেলে সৃষ্ট পদগুলি জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভূক্তি না করে স্টাফবাস কর্মসূচীতে যে পদ্ধতিতে পদ সৃষ্টি করা হয় সে পদ্ধতি অনুসরণ করে নতুনভাবে গাড়ীচালকের ০৫ টি ও বাস হেলপারের ০৪ টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব পরবর্তী বোর্ড সভায় পেশ করা যেতে পারে।

অন্যদিকে রংপুর বিভাগের কমিশনার ও আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি সভায় জানান যে, অন্যান্য বিভাগের সরকারি কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য স্টাফবাস থাকলেও নবসৃষ্ট রংপুর বিভাগের কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য কোন বাস না থাকায় একটি মিনিবাস বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে সভায় আলোচনায় সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, অন্যান্য বিভাগের মতো রংপুর বিভাগের কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য একটি বাস বরাদ্দপূর্বক প্রদান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) স্টাফবাস কর্মসূচীতে যে পদ্ধতিতে পদ সৃষ্টি করা হয় সে পদ্ধতি অনুসরণ করে নতুনভাবে গাড়ীচালকের ০৫ টি ও বাস হেলপারের ০৪ টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব পরবর্তী বোর্ড সভায় পেশ করতে হবে।

(২) রংপুর বিভাগের সরকারি কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য একটি বাস প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নিশ্চিত করা হলো।
২৮.৮.১৩

২৮.৪.১৩
(আবদুস সোবহান সিকদার)
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

CamScanner